দৈনিক খবর

তাং ... 16 MAR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

12

অভিভাবক-শিক্ষক সমাবেশ

উইলস লিটল স্কুল রক্ষায় স্থায়ী জমি বরাদ্দের আহবান

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা স্কুলটি রক্ষা এবং সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার স্বার্থে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়ার জন্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দসহ সকল পেশাজীবী এবং জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

৪-এর পাতায় দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উইলস লিটল স্কুল

সমাবেশে গৃহীত এক প্রস্তাবে স্কুলের আওতাধীন জমি স্কুলের নামে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে স্কুলের মাঠে আয়োজিত এক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক সমাবেশে এ আহবান জানানো হয়। সৈয়দ মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন সৈয়দ হাসান ইমাম, সৈয়দ শওকত আনোয়ার, ফেরদৌসী মজুমদার, অধ্যাপিকা জুবাইদা গুলশান আরা, আবদুল মান্নান ও লস্কর আবদুল হাফিজ।

গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ঢাকার ৮৫ নম্বর কাকরাইলে অবস্থিত উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও সরকার অনুমোদিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত একটি কল্যাণধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতির কারণে জনগণের শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত স্থান না থাকা সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমে প্রভাতী এবং দিবা শাখায় সাড়ে ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নগরবাসীর মানবিক চাহিদা পূরণ করতে বিদ্যালয়ে একটি মানসিক প্রতিবন্ধী শাখাও গত ১২ বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে ১৩১ জন উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা কার্যরত আছেন। যাঁদের মধ্যে পাঁচজন খন্ডকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকা ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

এতে বলা হয়, ১৯৫৬ সালে মিসেস জোসেফাইন উইলস এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী মিস্টার ডি আর উইলস স্কুলটিকে একটি স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ই অক্টোবর একখন্ড জমি রেজিস্ট্রি মূল্যে স্কুলের বরাবরে দান করেন এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁর বিক্রি সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যান। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ৮৫ নম্বর কাকরাইলে অবস্থিত সমস্ত সম্পত্তি স্কুলের অনুকূলে রিকুইজিশন করেন। সম্পত্তির একজন অংশীদার মিসেস উইনিফ্রেড রুবী সরকারের রিকুইজিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ উক্ত রিকুইজিশন বৈধ ও জনস্বার্থে করা হয়েছে বলে ১৯৮২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী রায় প্রদান করে রিকুইজিশন বহাল রাখেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে অধিগ্রহণ বাস্তবায়নে স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী মহলের প্রতিবন্ধকতার কারণে অদ্যাবধি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত হয়নি। স্কুলের বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের অপরিহার্য কারণে উক্ত ১ দশমিক ৬০ একর (কমবেশী) ভূমির সম্পূর্ণভাবে এ বিদ্যালয়ের জন্য অধিগ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। অথচ একটি শক্তিশালী নেপথ্যচারী মহলের অদৃশ্য হস্তক্ষেপের দরুন স্কুলের অনুকূলে স্থায়ী অধিগ্রহণ চূড়ান্তকরণ নানান অজুহাতে বিলম্বিত হতে থাকে। অবশেষে অজ্ঞাত কারণে স্কুলের প্রধান দ্বিতল ভবনটি সমেত দক্ষিণ দিক থেকে প্রধান সড়ক সংলগ্ন সাড়ে ৬৩ শতাংশ ভূমি মালিক পক্ষের অনুকূলে ১৯৮৬ সালের ১৬ই অক্টোবর সরকার অবমুক্ত করেন। এ পদক্ষেপ জনস্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, চতুর্থ জজ সহকারী আদালতে (ঢাকা) সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকানা বিষয়ে দুইটি মামলা বিচারাধীন থাকায় অদ্যাবধি মালিকানা নির্ধারিত হয়নি। এমতাবস্থায় ভূমির মালিকানা সম্বন্ধে আইনসম্মত তদন্ত না করে ঢাকার এল-এ অফিস ১৯৮৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর নোটিশ প্রদান করেন। ভূমির ডি-রিকুইজিশন বলবৎ করতে হলে ১৯৪৮ সালের ১৩ নম্বর আইনের ৮ ধারা ও উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার ১০ নম্বর বিধি অনুসরণ করতে হবে। ১৯৮৬ সালে ঢাকা জেলা প্রশাসন জমির দখল বুঝে নিতে এলে স্কুলের সাড়ে ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অভিভাবকবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ বাধা দেন। তারা তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ১৯৮৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী স্কুল পরিদর্শন করে ঘোষণা দেন, 'স্কুলের জমি স্কুলেরই থাকবে'। এরপর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ জমি অধিগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দের দেন-দরবার করতে থাকেন। কিন্তু তদানীন্তন সরকার এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে স্কুলের জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কয়েকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্য সচিব মিসেস সালেহা খাতুনকে (যিনি সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেমের স্ত্রী) এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব দেন। বিধি মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার দায়িত্ব সদস্য সচিবের ওপর অর্পিত। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করা তো দূরের কথা তিনি বরং এর বিরুদ্ধে কৌশলে বাধা প্রদান করেন। বিশেষ করে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতনের পর তিনি অজ্ঞাত কারণে অন্তর্ধান করেন। স্কুলের মামলা সংক্রান্ত সকল তথ্যের বিষয়ে তিনি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখেন। সুতরাং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে মিসেস সাহেলা খাতুনের এ চরম অবহেলা প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, ইতিমধ্যে জনৈক মোশায়েদ আলী গং সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রীট মামলা দায়ের করেন। ১৯৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর রীট মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন ১৯৯০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর রীট মামলায় রুল চূড়ান্ত করে রায় প্রদান করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সরকার আপীল বিভাগে লিভ পিটিশন দায়ের করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা ১৯৯১ সালের ৬ই মার্চ নাকচ হয়। কিন্তু সাড়ে ৪ হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার মৌলিক অধিকার যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য সাড়ে ৬৩ শতাংশ জমি যা ১৯৮৬ সালে অবমুক্ত করা হয়েছিল তা পুনরায় অধিগ্রহণ করে সর্বমোট এক দশমিক ৬০ একর ভূমি উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের নামে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।